

ইসলাম শিক্ষা

জৈমান, আদাব ও তারবিয়াহ, ফিকহ, আয়াত ও হাদিস, ইসলামী ইতিহাস

প্রথম ভাগ

সংকলক

এম. এম. নাসির হামান

সম্পাদক

মাওলানা মুজিবুল ইসলাম



Al Quraner Vasha Institute

Block DHA, Mirpur 12, Dhaka

www.alquranervasha.com

+8801712529298

ইসলাম শিক্ষা (প্রথম ভাগ)

এস. এম. নাহিদ হাসান

প্রকাশক: এস. এম. নাহিদ হাসান

ইমেইল- nahidce03@gmail.com

যোগাযোগ: +8801712-529298

ঠিকানা: রোড-৫, ব্লক-ধ, মিরপুর ১২

প্রথম প্রকাশ: রজব- ১৪৪৬ হিজরি। জানুয়ারী- ২০২৫

প্রথম সংস্করণ: রজব- ১৪৪৬ হিজরি। জানুয়ারী- ২০২৫

স্বত্ব: লেখক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

ISBN: 978-984-8046-34-1

নির্ধারিত মূল্য: ১৯০ টাকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তাঁর রাসূলের প্রতি।

আমাদের ‘ইসলাম শিক্ষা’ সিরিজটি শিশু থেকে কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীদের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে রচিত। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এই সিরিজটিতে ইমান, আদাব-তারবিয়াহ, মাসনুন দু’আ, ফিকহ, হিফজুল কুরআন, হিফজুল হাদিস, নবীদের জীবনী ও ইসলামী ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশু ও কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে বুঝতে পারে, সেজন্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে চিত্র ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

এই ‘ইসলাম শিক্ষা’ সিরিজে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা এবং চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীর ধারণা অর্জন করবে এবং তাদের আচার-আচরণে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা আশা করি, এই সিরিজটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা তৈরি করবে এবং তাদের সঠিকভাবে গড়ে তুলবে। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে তারা তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে। আমাদের এই প্রচেষ্টা কেবল শিক্ষার জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সংকলক

এস. এম. নাহিদ হাসান

১. ঈমান	6
১.১- ঈমান	7
১.২- আল্লাহর উপর ঈমান	8
১.৩- ফেরেশতাদের উপর ঈমান	9
১.৪- কিতাবের উপর ঈমান	10
১.৫- নবী ও রাসূলের উপর ঈমান	11
১.৬- আখিরাতের উপর ঈমান	12
১.৭- তাকদীরের উপর ঈমান	13
অনুশীলনী-১	15
২. আদাব ও তারবিয়াহ	16
২.১- কথা বলার আদাব সমূহ	17
২.২- খাওয়ার আদাব সমূহ	18
২.৩- টয়লেটের আদাব সমূহ	19
২.৪- ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশের আদাব সমূহ	20
২.৫- পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব	21
২.৬- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাসনূন দু'আ	22
অনুশীলনী-২	23
৩. ফিকহ	24
৩.১- তাহরাত বা পবিত্রতা	25
৩.২- অজু করার পদ্ধতি	26
৩.৩- সালাত (নামাজ)	28
৩.৪- ছানা, তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দু'আ মাসূরা ও কুনূত	30
৩.৫- সালাত (নামাজ) আদায় করার পদ্ধতি	31
অনুশীলনী-৩	35
৪. হিফজুল কুরআন	36
৪.১- হিফজুল কুরআন	37
৪.২- কুরআনুল কারীমের উপদেশ	39
অনুশীলনী-৪	45

৫. হিফজুল হাদিস	46
অনুশীলনী-৫	53
৬. ইসলামী ইতিহাস	54
৬.১- আদাম আলাইহিস সালাম	56
৬.২- নূহ আলাইহিস সালাম	58
৬.১- ইদরীস আলাইহিস সালাম	61
৬.৩- হূদ আলাইহিস সালাম	63
৬.৪- সালীহ আলাইহিস সালাম	66
অনুশীলনী-৬	71

১. ঐমান

১.১- ঈমান



الإِيمَان (ঈমান) শব্দের অর্থ: বিশ্বাস করা।

ঈমান হলো আল্লাহর দেওয়া বিধানসমূহ অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখ দিয়ে বলা এবং কাজে বাস্তবায়ন করা। ঈমান আনুগত্যের কারণে বেড়ে যায়, এবং পাপের কারণে কমে যায়।

أَرْكَانُ الْإِيمَانِ (ঈমানের ভিত্তিসমূহ)

১. আল্লাহকে একক মা'বুদ হিসেবে বিশ্বাস করা।
২. আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে বিশ্বাস করা।
৩. সমস্ত আসমানী কিতাবগুলোকে বিশ্বাস করা।
৪. সকল নবী ও রাসূলগণকে বিশ্বাস করা।
৫. আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস করা।
৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস করা।

১.৫- নবী ও রাসূলের উপর ঈমান



আল্লাহ মানুষের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে শেখান: কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। নবী-রাসূলরাও মানুষ, তাঁরা মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, বিশ্বস্ত। আল্লাহর বাণী তাঁরা ঠিক ঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। আল্লাহ অনেক নবী পাঠিয়েছেন- আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মাদ আলাইহিমুস সালাম এবং আরো অনেক নবী। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদ (সা.)। আমাদেরকে তাঁর কথা মেনে চলতে হবে। যারা তাঁর কথা মেনে চলবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা তাঁর কথা শুনবে না, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অনুশীলনী-১

ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১- ঈমান শব্দের অর্থ কী? ঈমান কাকে বলে?
- ২- ঈমানের ভিত্তিসমূহ কয়টি ও কী কী?
- ৩- আল্লাহর উপর ঈমান বলতে কী বোঝায়?
- ৪- নবী ও রাসূলের উপর ঈমান বলতে কী বোঝায়?
- ৫- তাকদীরের উপর ঈমান বলতে কী বোঝায়?
- ৬- ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী?

খ। সঠিক উত্তর নির্ণয় করো:

- ১- ফেরেশতা কীসের তৈরি?

(ক) মাটির তৈরি (খ) আগুনের তৈরি (গ) আলোর তৈরি।

- ২- কোন ফেরেশতা নবী-রাসূলদের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে আসতেন?

(ক) ইসরাফীল (খ) মিকাইল (গ) জিবরীল।

- ৩- আল্লাহ মুসা নবীর ওপর কোন কিতাব নাযিল করেছেন?

(ক) ইনজীল (খ) তাওরাত (গ) যাবূর।

- ৪- আল্লাহ কুরআন কোন নবীর ওপর নাযিল করেছেন?

(ক) ঈসা (আ.) (খ) দাউদ (আ.) (গ) মুহাম্মাদ (সা.)।

- ৫- কে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী?

(ক) আদম (আ.) (খ) মুহাম্মাদ (সা.) (গ) ইব্রাহীম (আ.)।

১. আদাব ও তাববিয়াহ

২.২- খাওয়ার আদাব সমূহ



১. দস্তুরখান বিছানো।
২. খাওয়ার আগে এবং পরে হাত ধোয়া।
৩. খাবারের শুরুতে **بِسْمِ اللَّهِ** এবং শেষে **الحمد لله** বলা।
৪. ডান হাতে খাওয়া এবং নিজের সামনে থেকে খাওয়া শুরু করা।
৫. বসে খাবার খাওয়া। শুয়ে, দাঁড়িয়ে বা হেলান দিয়ে খাবার না খাওয়া।
৬. খাবারের দোষ ত্রুটি না ধরা এবং খাবার নষ্ট কিংবা অপচয় না করা।
৭. পেট খালি রেখে খাবার শেষ করা।
৮. যদি খাবার পড়ে যায় তাহলে তা তুলে পরিষ্কার করে খাওয়া।
৯. থালা ও আঙুল চেটে খাওয়া।

২.৫- পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব



১. পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা।
২. তাঁদের সেবা যত্ন করা।
৩. পিতামাতার সাথে নিচু আওয়াজে কথা বলা।
৪. তাঁদেরকে সম্মান করা এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
৫. পিতামাতার জন্য দু'আ করা এবং তাঁদের কাছ থেকে দু'আ নেওয়া।
৬. পিতামাতাকে কষ্ট না দেওয়া এবং তাদের কাজে সহযোগিতা করা।
৭. তাঁদের জন্য খরচ করা।

২.৬- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাসনূন দু'আ



১. কারো সাথে দেখা হলে তাকে সালাম দেয়া: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ**
২. সালামের উত্তরে বলা: **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ**
৩. যেকোন কাজের শুরুতে বলা: **بِسْمِ اللَّهِ**
৪. এবং কাজের শেষে বলা: **الْحَمْدُ لِلَّهِ**
৫. কেউ কোনো উপকার করলে বলা: **جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا**
৬. ভবিষ্যতে কোনো কাজ করতে চাইলে বলা: **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**
৭. খারাপ কিছু দেখলে বা শুনলে বলা: **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ**
৮. হাঁচি দিয়ে বলা: **الْحَمْدُ لِلَّهِ**
৯. অন্য কেউ হাঁচি দিলে বলা: **يَرْحَمُكَ اللَّهُ**
১০. ভাল কিছু দেখলে বলা: **مَا شَاءَ اللَّهُ**

৩. ফিকহ

৩.১- তাহারাত বা পবিত্রতা



পবিত্রতা হল ইসলামের একটি অত্যাবশ্যক অংশ। সালাতের (নামাজের) আবশ্যক পূর্বশর্ত হল তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা।



৩.২- অজু করার পদ্ধতি

অজুর বিবরণ দিয়ে অজু শিখানো সম্ভব না, তাই সম্মানিত উস্তাযকে অজুর পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে শিখিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হল



যখন আমরা অজুর করার নিয়ত (ইচ্ছা) করব
তখন আমরা প্রথমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি নিয়ে পবিত্র জায়গায় বসব
এবং অজুর শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ বলে নিচের পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে অজু করব।



১। দুই হাতের কজি ধুবো।

২। তিনবার কুলি করব।

প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত
আদায় করা ফরয। যেমন:



১। ফজর



২। যোহর



৩। আসর



৪। মাগরিব



৫। ইশা

সালাতের (নামাজের) রাকাতের সংখ্যা:

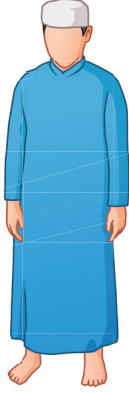


৩.৫- সালাত (নামাজ) আদায় করার পদ্ধতি

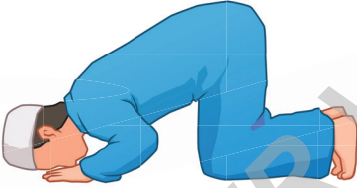
সালাতের বিবরণ দিয়ে সালাত শিখানো সম্ভব না, তাই সম্মানিত উস্তাযদেরকে সালাতের পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হল।



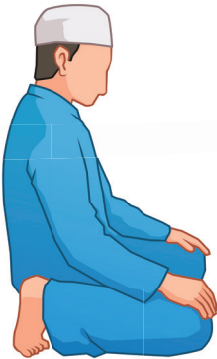
- ১। **নিয়ত:** প্রথমে পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করব এবং মনে মনে সালাতের নিয়ত করব।



৫। তারপর سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলব।



৬। **প্রথম সাজদাহ:** اللَّهُ أَكْبَرُ বলে সাজদাহ করবো এবং সাজদায় কপাল, নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দু পায়ের আঙুল মাটিতে রাখব এবং দু পায়ের আঙুল মাটিতে রাখব এবং تَبَارَكَ رَبِّي الْأَعْلَى তিনবার বলব।



৭। এরপরে اللَّهُ أَكْبَرُ বলে সাজদাহ থেকে উঠে পিঠ সোজা করে দুই হাত হাঁটুতে রেখে অল্প কিছুক্ষণ বসব।

অনুশীলনী-৩

ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১- অজুর পদ্ধতি বর্ণনা করো।
- ২- একজন মুসলিমের ওপর দিনে কত ওয়াক্ত সালাত ফরজ? কী কী?
- ৩- এশার সালাত মোট কত রাকাত ও কী কী?
- ৪- তাশাহুদ ও দরুদ শরীফ মুখস্ত বল।
- ৫- সালাতের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করো।

খ। সঠিক উত্তর নির্ণয় করো:

- ১- আমরা ওজুর শুরুতে কী বলব?
(ক) بِسْمِ اللَّهِ (খ) أَعُوذُ بِاللَّهِ (গ) الْحَمْدُ لِلَّهِ
- ২- কতবার পূর্ণ মাথা মাসাহ্ করব?
(ক) ৩ বার (খ) ১ বার (গ) ২ বার।
- ৩- সালাতে আমরা কাকে স্মরণ করি?
(ক) আল্লাহকে (খ) ফেরেশতাকে (গ) নবীকে।
- ৪- রাসূল (সা.) কত বছরের বাচ্চাদের সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন?
(ক) ৫ বছরের (খ) ৭ বছরের (গ) ৯ বছরের।
- ৫- যোহরের সালাতের মোট রাকাত সংখ্যা কত?
(ক) ১০ রাকাত (খ) ৪ রাকাত (গ) ১২ রাকাত।

৪. হিফজুল কুরআন

৪.১- হিফজুল কুরআন

[سُورَةُ الْفَاتِحَةِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (১) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (২) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (৩) إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (৪) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (৫) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (৬)

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক ২। যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু ৩। যিনি বিচার দিনের মালিক ৪। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই ৫। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ৬। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

[سُورَةُ النَّاسِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (১) مَلِكِ النَّاسِ (২) إِلَهِ النَّاسِ (৩) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ (৪) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (৫) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (৬)

১। বল, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভুর ২। মানুষের অধিপতির ৩। মানুষের মা'বুদের ৪। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে ৫। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬। জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

৪.২- কুরআনুল কারীমের উপদেশ



১- قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

তোমরা (সর্বদা) সঠিক কথা বলো।



২- وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

আর আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করো।



৩- لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

অনুশীলনী-৪

ক। সূরা ফাতিহা অর্থসহ মুখস্ত বল।

খ। সূরা কাউসার অর্থসহ মুখস্ত বল।

গ। আয়াতগুলোর অনুবাদ করো:

১- وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ

২- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

৩- لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

৪- الصَّلْحُ خَيْرٌ

৫- أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

ঘ। শূন্যস্থান পূরণ করো:

১- قُولُوا سَيِّدًا

২- عَلَى اللَّهِ

৩- لَعْنَةُ الظَّالِمِينَ

৪- بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

৫- إِنَّمَا إِخْوَةٌ

৬. শিফাউল শাদিস



১- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

রাসূল ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।



২- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

রাসূল ﷺ বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অংশ।



اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الْعَظِيمَ

৩- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

রাসূল ﷺ বলেছেন: দু'আ করা একটি ইবাদাত।

৬. ইসলামী ইতিহাস

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন,
তাঁদের মধ্য থেকে কুরআন মাজিদে ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে।

আমরা এখানে
৫ জন নবীর নাম
জানব

১

আদাম আলাইহিস সালাম

২

নূহ আলাইহিস সালাম

৩

ইদরীস আলাইহিস সালাম

৪

হুদ আলাইহিস সালাম

৫

সালীহ আলাইহিস সালাম

৬.২- নূহ আলাইহিস সালাম



আদাম আলাইহিস সালাম-এর পর বহু বছর কেটে গেল। আদাম (আ.) এর সন্তানরা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। ধীরে ধীরে তাদের অনেকে আল্লাহকে ভুলে গেল। আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করতে শুরু করল। এমনকি মূর্তিপূজা করতে লাগল!

আল্লাহ তাদের সংশোধন করার জন্য রাসূল পাঠালেন। তাঁর নাম নূহ। নূহ (আ.) তাদেরকে বললেন: তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। শুধু আল্লাহকেই ভয় করো। তাহলে আল্লাহ দুনিয়াতে তোমাদের ওপর দয়া করবেন, তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর মৃত্যুর পর তোমরা পুরস্কার হিসেবে জান্নাত পাবে। তা না হলে আল্লাহ তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।

৬.১- ইদরীস আলাইহিস সালাম



ইদরীস (আ.) আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। তিনি নূহ (আ.)-এর ইন্তেকালের অনেক বছর পরে ইরাকের প্রাচীন নগরী বাবিল শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদাম (আ.)-এর পর তিনিই প্রথম নবী ও রাসূল, যাঁর প্রতি আল্লাহ ৩০টি সহিফা (ছোট কিতাব) নাযিল করেছেন। ইদরীস (আ.)-এর মূল নাম ‘আখনুখ’। ইদরীস তাঁর উপাধি। ইদরীস অর্থ: শিক্ষা-শিক্ষকতায় ব্যস্ত ব্যক্তি। যেহেতু তিনি বহুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাই তাঁকে ইদরীস বা বিদ্যাবিশারদ বলা হয়। ইদরীস (আ.) মানুষকে এক আল্লাহ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন- “এই কিতাবে (উল্লিখিত) ইদরীসের কথা আপনি স্মরণ করুন, তিনি সত্যবাদী নবী ছিলেন। আমি তাঁকে সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছিলাম।” (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৬-৫৭)



আল্লাহ এই উটনীর জন্য এবং লোকদের জন্য পানি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। একদিন উটনীর ও পরের দিন তোমাদের পানি পানের জন্য পালা নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু উটনী যেদিন পানি পান করত, সেদিন কুয়ার পানি শেষ করে ফেলত। কিন্তু তারা এক দিন পানি না পাওয়াকে অসুবিধার কারণ হিসাবে গণ্য করল। ফলে তারা উটনীকে মেরে ফেলতে মনস্থ করল। তাদের নেতারা দুজন পথভ্রষ্ট যুবককে উটনী হত্যায় রাজি করালো। অতঃপর তারা তীর ও তরবারির আঘাতে উটনীর পা কেটে হত্যা করে ফেলল।

যাইহোক নির্ধারিত দিনে গযব নাযিল হওয়ার আগেই আল্লাহর হুকুমে হযরত সালীহ (আ.) তাঁর ঈমানদার সাথীগণকে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করেন।

উটনী হত্যার ঘটনার পর সালীহ (আ.) তাঁর কওমকে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তিন দিন পরে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে।

অনুশীলনী-৬

ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১- আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনার বর্ণনা দাও।
- ২- নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনার বর্ণনা দাও।
- ৩- ইদরীস (আলাইহিস সালাম)-এর মুজিয়া কী ছিল?
- ৪- আদ জাতির উপর যে গজব এসেছে তার বর্ণনা দাও।
- ৫- সালীহ (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনাটির বর্ণনা দাও।

খ। সঠিক উত্তর নির্ণয় করো:

- ১- আদাম (আ.) কীসের তৈরি?
(ক) মাটির তৈরি (খ) আগুনের তৈরি (গ) আলোর তৈরি।
- ২- নূহ (আ.) কত বছর মানুষকে আল্লাহর পথে আসার জন্য ডেকেছিলেন?
(ক) ৯৭০ বছর (খ) ৯৫০ বছর (গ) ৫৭০ বছর।
- ৩- ইদরীস (আ.) কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) বাবিল শহরে (খ) মক্কা শহরে (গ) হাবাশা শহরে।
- ৪- ছামূদ জাতির কোন শ্রেণির লোকেরা সালীহ (আ.) এর ওপরে ঈমান আনে?
(ক) শক্তিশালী শ্রেণির (খ) দুর্বল শ্রেণির (গ) উভয় শ্রেণির।
- ৫- হূদ (আ.) কোন জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন?
(ক) আদ (খ) ছামূদ (গ) উভয় জাতির প্রতি।